mpbian.com
01320820854

সাধারণ জ্ঞান

পাকিস্তান আমল

ABDULLAH AL FATIN

Live Primary & NTRCA

ভাষা আন্দোলন

মূল ভিত্তি	বাঙালি জাতীয়তাবাদ
প্রথম সংগঠন সাংস্কৃতিক প্রতি.	→তমদ্দুন মজলিস; ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭; অধ্যাপক আবুল কাশেম (প্রতিষ্ঠাতা)
প্রথম সংগঠন	ডিসেম্বর ১৯৪৭, অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া (আহ্বায়ক)
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২; মাওলানা ভাসানী (সভাপতি)
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
পাকিস্তানের গণ পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার দাবি	১১ মার্চ ১৯৪৮
রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১ম ধর্মঘট	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার তারিখ	২১ মার্চ ১৯৪৮ (ঢাকার রেসকোর্স ময়দান)

১৯৪৭ → তমদ্দুন মজলিস

✓ ১৯৪৮ → রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

✓ ১৯৪৮ → পাকিস্তান গণপরিষদে → ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

✓ ১৯৪৮ → সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (১১ মার্চ → রাষ্ট্রভাষা দিবস)

✓ ১৯৪৯ → মওলানা আকরাম খাঁ → পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ঃ

মূল ভিত্তি	বাঙালি জাতীয়তাবাদ
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দীন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ঃ

সাল	তারিখ	ঘটনা
১৯৫২	২০ ফেব্রুয়ারি	ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ১৪৪ ধারা জারি।
১৯৫২	২১ ফেব্রুয়ারি	ঢা.বি. এর ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। পুলিশের গুলিতে রফিক (১ম শহিদ), বরকত, সালাম, জব্বার শহিদ হয়।
১৯৫২	২২ ফেব্রুয়ারি	পুলিশের গুলি বর্ষনের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা। পুনরায় পুলিশের গুলি। শহিদ হন শফিউর রহমান।
১৯৫২	২৩ ফেব্রুয়ারি	শহিদ স্মৃতি স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু।
১৯৫২	২৪ ফেব্রুয়ারি	প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন (শহিদ শফিউরের পিতা)
১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি	দেশব্যাপী 'শহিদ দিবস' পালন।
১৯৫৪	৯ মে	পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি।

ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যঃ

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
প্রথম শহীদ মিনার (শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ)	ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা	বর্তমান শহীদ মিনারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শহীদদের রক্তভেজা স্থানে
বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্ত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান

গান	তথ্যকণিকা
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি	গীতিকার (রচয়িতা): সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রথম সুরকার: আব্দুল লতিফ; প্রথম সুরকার: আলতাফ মাহমুদ
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়...	গীতিকার ও সুরকার: আব্দুল লতিফ
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা	গীতিকার ও সুরকার: আব্দুল লতিফ
সালাম সালাম হাজার সালাম	গীতিকার: ফজলে খোদা, শিল্পী: আব্দুল জব্বার

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ঃ

সাল	তারিখ	ঘটনা
১৯৫২	২০ ফেব্রুয়ারি	ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ১৪৪ ধারা জারি।
১৯৫২	২১ ফেব্রুয়ারি	ঢা.বি. এর ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। পুলিশের গুলিতে রফিক (১ম শহিদ), বরকত, সালাম, জব্বার শহিদ হয়।
১৯৫২	২২ ফেব্রুয়ারি	পুলিশের গুলি বর্ষনের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা। পুনরায় পুলিশের গুলি। শহিদ হন শফিউর রহমান।
১৯৫২	২৩ ফেব্রুয়ারি	শহিদ স্মৃতি স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু।
১৯৫২	২৪ ফেব্রুয়ারি	প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন (শহিদ শফিউরের পিতা)
১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি	দেশব্যাপী 'শহিদ দিবস' পালন।
১৯৫৪	৯ মে	পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৯৮	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের উদ্যোগে সংঘটিত হয় **'The mother Language Lovers of the world'.**
১৯৯৯	ইউনেস্কো ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯।
২০০০	সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথমবারের মতো পালন করে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০।
২০০২	আফ্রিকার দেশ 'সিয়েরা লিওন' বাংলাকে ২য় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।
২০০৩	ইউনেস্কোকে একুশে পদক প্রদান করা হয়।
২০০৬	'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' নির্মিত হয় অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে।
২০০৮	জাতিসংঘের ৬৩তম সম্মেলনে 'জাতিসংঘ' ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয় ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮।
২০১০	জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয় ২১ অক্টোবর, ২০১০।
২০২৩	২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাস হয় ৩০ মার্চ, ২০২৩।

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট(১৯৫৪):

ঘটনা	তথ্যকণিকা
প্রাদেশিক নির্বাচন	৮-১২ মার্চ, ১৯৫৪
নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক	নৌকা
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ইশতেহার	২১ দফা
যুক্তফ্রন্টের প্রথম দাবি	বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি
যুক্তফ্রন্টের উল্লেখযোগ্য অন্যদাবি	পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব শাসন
নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অবস্থান	মোট আসন: ৩০৯; যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩ (মুসলিম) + ১৩ (অমুসলিম) = ২৩৬টি আসন
যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠন	৩ এপ্রিল ১৯৫৪
যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী	এ কে ফজলুল হক
যুক্তফ্রন্টের কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী	শেখ মুজিবুর রহমান (বয়স ৩৪ বছর)
যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল	মাত্র ৫৬ দিন
যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়	পাকিস্তানের তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (৩০ মে ১৯৫৪)

১৯৫৬ → শাসনতন্ত্র → ১ম President
↓
ইস্কান্দার মির্জা

কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭)

অনুষ্ঠিত হয়	টাঙ্গাইলের সন্তোষে (১৯৫৭ সালে)।
সভাপতিত্ব করেন	মাওলানা ভাসানী।
প্রধান অতিথি ছিলেন	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে পাকিস্তানকে আসসালামুআলাইকুম জানান	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করেন	১৯৫৭ সালে।

সামরিক শাসন → ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জা

আইয়ুব খান → ১৯৬০ সালে প্রত্যাহার।

১৯৬২ → ২য় শাসনতন্ত্র (১ম → ১৯৫৬)

প্রথম গণঅভ্যুত্থান → শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে (১৯৬২)

১৯৬৫ → ১ম পাক - ভারত যুদ্ধ (১৭ দিন)

ছয় দফা কর্মসূচি:

ঘটনা	তথ্যকণিকা
৬ দফা কর্মসূচির ঘোষণা	ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ১৪৪ ধারা জারি।
৬ দফা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা	২৩ মার্চ ১৯৬৬, লাহোর ✓✓
১ম দফার বিষয়	প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন
২য় দফার বিষয়	কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
৩য় দফার বিষয়	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু
৪র্থ দফার বিষয়	অঙ্গরাজ্যের হাতে সকল রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা
৫ম দফার বিষয়	৫ম দফার বিষয়
৬ষ্ঠ দফার বিষয়	প্রদেশগুলোর আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন¨ আধা সামরিক বাহিনী গঠন
৬ দফা আন্দোলনের শহিদ	৭ জুন ১৯৬৬ সালে মনু মিয়া (১ম শহিদ), মুজিবুর হক প্রমুখ।
প্রতিবছর ৬ দফা দিবস পালন	৭ জুন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ঘটনা	তথ্যকণিকা
মামলা দায়ের	৩ জানুয়ারি ১৯৬৮
প্রধান আসামি	শেখ মুজিবুর রহমান
মোট আসামি	৩৫ জন
মামলার প্রকারভেদ	রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা
মামলার দাপ্তরিক নাম	রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য
মামলা প্রত্যাহার	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (গণঅভ্যুত্থানের কারণে)

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক বলা হয়	তোফায়েল আহমেদকে।
গণ-অভ্যুত্থানকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন	মোনায়েম খান।
'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Student Action Committee-SAC) গঠন করা হয়	৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে	৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
১১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল	৬ দফা।
রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (Democratic Action Committee-DAC) গঠন করে	৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) দাবি পেশ করে	৮ দফা।
পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়	৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।
গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক উপন্যাস	আহমদ ছফা রচিত 'ওঙ্কার' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'চিলেকোঠার সেপাই'।
গণ-অভ্যুত্থানের স্লোগান ছিল	"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা" "জাগো জাগো, বাঙালি জাগো" “পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা"

১৯৭০ সালের পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল:

আইনসভার আসন বিন্যাস	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
জাতীয় পরিষদ	৩০০	১৩	৩১৩
পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ	১৬২	৭	১৬৯
আওয়ামী লীগের অবস্থান	১৬০	৭	১৬৭
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	১০	৩১০
আওয়ামী লীগের অবস্থান	২৮৮	১০	২৯৮

mpbian.com
01320820854

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ

ABDULLAH AL FATIN

Live Primary &
NTRCA

মহান মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনাবলি

০১ মার্চ	➢প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করেন। ➢৪ জন ছাত্রনেতা এক বৈঠকে বসে **'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** গঠন করেন। **"স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"** এর সদস্যগণ ১. নূরে আলম সিদ্দিকী ২. শাহজাহান সিরাজ ৩. আ.স.ম আব্দুর রব ৪. আব্দুল কুদ্দুস মাখন **উল্লেখ্য, এই ৪ জন ছাত্র নেতাকে বলা হতো মুক্তিযুদ্ধের ৪ খলিফা।**
০২ মার্চ	**জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন** ➢ঢাকায় ১৯৭১ সালে প্রথম হরতাল হয়। ➢বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতৃবৃন্দ মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ➢**উত্তোলন করেন:** আ স ম আব্দুর রব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়)
০৩ মার্চ [**]	➢বাংলাদেশকে প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়- স্বাধীনতার ইশতেহারে **মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহিদ** ▪পরিচয়- শংকু সমজদার। ▪শহিদ হন- ৩ মার্চ, ১৯৭১। ▪জন্ম- গুপ্তপাড়া, রংপুর। ▪ছাত্র ছিলেন- কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের। ▪শহিদ হওয়ার স্থান- জাহাজ কোম্পানির মোড়, রংপুর।
০৪ মার্চ	➢'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এবং 'ঢাকা টেলিভিশন' নামে সম্প্রচার শুরু করে।
০৬ মার্চ	➢লে. জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন। (প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন) ➢ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, সংসদের অধিবেশন ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

০৭ মার্চ	তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের জনসভা
০৯ মার্চ [**]	➢আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। আন্দোলনের পরিচালনার জন্য চার নেতা হলেন: আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন। **স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন** ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রসভায় গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
১২ মার্চ	➢জাতীয় ফুল শাপলা: শিল্পী কামরুল হাসান ঘোষণা করেন গ্রাম বাংলার খাল বিলের ভাসমান শাপলা ফুলই হবে জাতীয় ফুল
১৩ মার্চ	➢শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল পুরস্কার ও সম্মাননা ফিরিয়ে দেন।
১৫ মার্চ	➢পাক বাহিনীর গুলিতে ঢাবির ২ জন ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ঢাবির উপাচার্য বি. আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন
১৭ মার্চ	➢অস্ত্র বোঝাই করা সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে।
১৮ মার্চ	➢পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খান, মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight) চূড়ান্ত করেন।
১৯ মার্চ [***]	**মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ** ➢বিদ্রোহ করেন: গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টের বীর সেনা ও জনতা। ➢বিদ্রোহীদের দমনে নেতৃত্বে ছিল: পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব ➢জেনারেল হামিদ এবং লে. জেনারেল টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট অনুমোদন করেন।
২২ মার্চ	➢প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আবারো ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন (ঢাকায়) স্থগিত করেন।
২৩ মার্চ	➢পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে বাংলায় পালিত হয়- 'প্রতিরোধ দিবস' ➢বাংলার ঘরে ঘরে উত্তোলিত হয়- জাতীয় পতাকা [২৩ মার্চ: পতাকা উত্তোলন দিবস]

মহান মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)

২৪ মার্চ	➢চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়।
২৫ মার্চ [**]	➢প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ➢রাত ১১টা ৩০ মিনিটে অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়। ➢পরিকল্পনা মোতাবেক একযোগে পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগে, সাঁখারি বাজার আক্রমণ চালানো হয়। ➢ দৈনিক দি পিপলস, ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকার অফিসে আগুন দেওয়া হয়। ইকবাল হলের ২০০ জন ছাত্র, শিক্ষক নিহত হয়। শুধু ঢাকায় ৭ হাজার বাঙালি নিহত হয়।

স্বাধীনতার ইশতেহার

- ❑ ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১।
- ❑ স্থান- ঢাকার পল্টন ময়দানে।
- ❑ ইশতেহার পাঠের আয়োজন করে- 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।
- ❑ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাহজাহান সিরাজ।
- ❑ জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়- পল্টন ময়দানে।
- ❑ জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাহজাহান সিরাজ।
- ❑ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- নূরে আলম সিদ্দিকী।
- ❑ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন- এই চার ব্যক্তি ইশতেহার পাঠের আয়োজন করেন।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

সময়- ৭ মার্চ, ১৯৭১; বিকেলে (রবিবার)।

বাংলা সন- ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭।

স্থান- ঢাকার রমনায় অবস্থিত তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন- ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে।

৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল- স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা।

ভাষণ রেকর্ডকারী- এ. এইচ. খন্দকার; চিত্র ধারণকারী- আবুল খায়ের এম.এন.এ.।

'জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস'- ৭ মার্চ।

ময়দান জুড়ে স্লোগান ছিল- 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'।

৭ মার্চের ভাষণের অনবদ্য চিত্র তুলে ধরে কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেন তাঁর অমর কবিতা- 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'।

৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু বা দফা ছিল ৪টি-

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার।

২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

৩. গণহত্যার তদন্ত করা।

৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

অসহযোগ আন্দোলন

ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন	১ মার্চ, ১৯৭১
পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল	৩ মার্চ, ১৯৭১
বঙ্গবন্ধু ঢাকাতে হরতাল ডাকেন	২ মার্চ, ১৯৭১
বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন	২ মার্চ, ১৯৭১
অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়	৩-২৫ মার্চ, ১৯৭১
পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আসে	৩ মার্চ, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

লারকানা ষড়যন্ত্র	পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা হাউসে (ভুট্টোর বাড়ি) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে নিয়ে পাখি শিকারের নামে বাঙালি নিধনের ষড়যন্ত্র।
Operation Blitz	ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্রই অপারেশন ব্লিজ। (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)।
Operation Searchlight [**]	➢পরিচয়: পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক অভিযান ➢সার্বিক তত্ত্বাবধানে: গভর্নর লে. জে টিক্কা খান ➢ঢাকা শহরের দায়িত্বে: মেজর রাও ফরমান আলী ➢ইতিহাসের এক বর্বরতম হত্যাযজ্ঞের নাম: অপারেশন সার্চলাইট ➢ঢাকার বাইরে দায়িত্বে: মেজর খাদিম হোসেন রাজা ❖১৮ মার্চ: টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী ও মেজর খাদিম হোসেন নীলনকশা তৈরি করে। ❖১৯ মার্চ: বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয় ও সার্চলাইটের নীল নকশা অনুমোদন ❖২৪ মার্চ: চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস শুরু হয়। ❖২৫ মার্চ: গণহত্যা চালাতে পাক সেনাদের উদ্দেশ্যে টিক্কা খান বলেন, ❖"এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই।" ➢মোট হতাহত: অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ২৫ মার্চ রাতের অভিযানে প্রকৃত হতাহতের হিসাব পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে ঢাকায় গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এবং সারাদেশে নিহতের সংখ্যা ২,০০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

অপারেশন বিগ বার্ড	➢২৫ মার্চ, ১৯৭১ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নাম। ➢রেডিও বার্তাটি ছিল **The Big Bird in Cage.**
Operation Jackpot [***]	➢**পরিচয়:** বঙ্গোপসাগরকে শত্রুমুক্ত করতে ১০ নং সেক্টরের নৌবাহিনীর সদস্যরা যে অভিযান পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম অপারেশন জ্যাকপট। ➢**পরিচিতি:** "নৌ কমান্ডো পরিচালিত গেরিলা অপারেশন" (অপারেশন শুরু: **১৬ আগস্ট, ১৯৭১**) ➢**যাত্রা শুরু:** পলাশীর হরিণা থেকে ➢**অংশ নেয়:** ৩১ জন কমান্ডো ➢**অপারেশন পরিচালনার কৌশল:** দুটি গানকে সংকেত হিসেবে ধরে অপারেশন পরিচালনা করা হতো। ▶**প্রথম সংকেত:** পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া **"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম"**। গান এর অর্থ হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আক্রমণ করতে হবে। ➢**দ্বিতীয় সংকেত:** সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া **"আমার পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী"**। এর অর্থ আক্রমণের জন্য ঘাঁটি ত্যাগ কর। ➢**বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার পরিচয়:** ▶ **ফারুক-ই-আজম (বীরপ্রতীক)** **উপদেষ্টা:** ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তিনি অপারেশন জ্যাকপটের সাব কমান্ডার। ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রামের প্রথম বিজয় মেলার অন্যতম সংগঠক। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বই- **'১৯৭১ যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথা'**।

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

Operation Kilo Flight	➢**পরিচয়:** নবগঠিত (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিটের নাম কিলো ফ্লাইট। ➢**অভিযান:** বাংলার বিমান সেনাদের এই ইউনিট চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ।
অপারেশন চেঙ্গিস খান	➢**পরিচয়:** পাকিস্তান ভারতের ওপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম ➢**সময়কাল:** ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
অপারেশন ক্যাকটাস লিলি	➢৯ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনী যে অপারেশন চালায় তার সাংকেতিক নাম- অপারেশন ক্যাকটাস লিলি
Operation Close Door	মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার ঘোষণা

- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- ইংরেজিতে ওয়ারলেস বার্তার মাধ্যমে (পূর্বে রাত ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে)
- চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান ঘোষণা দেন- ২৬ মার্চ, ১৯৭১।
- জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- ২৭ মার্চ, ১৯৭১।
- স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি যে সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল- ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১০ এপ্রিল, ১৯৭১	➢স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১	➢স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ হয়।
২৬ মার্চ, ১৯৭১	➢স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন ➢কার্যকর [২৬ মার্চ কার্যকর এই মর্মে স্বাক্ষর করেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (চট্টগ্রামের কালুরঘাটে)।
- **প্রতিষ্ঠা করে-** ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
- **প্রতিষ্ঠাকালীন নাম-** স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।
- **বর্তমান নাম-** বাংলাদেশ বেতার।
- **অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান-** 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবারে'।
- **'চরম পত্র' সিরিজের পরিকল্পনা করেন-** আব্দুল মান্নান।
- **'চরম পত্র' পাঠ করেন-** এম.আর আখতার মুকুল।
- **'জল্লাদের দরবারে' অনুষ্ঠানে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতীকী চরিত্র-** কেল্লা ফতেহ খান।
- **প্রথম নারী শিল্পী-** নমিতা ঘোষ।
- **প্রথম পত্রিকা পাঠ করেন-** বেলাল মোহাম্মদ।
- **৭ মার্চের ভাষণ প্রচারিত হতো-** 'বজ্রকণ্ঠ' শিরোনামে।
- **পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে সম্প্রচার বন্ধ বন্ধ হয়-** ৩০ মার্চ, ১৯৭১।
- **পরবর্তী সম্প্রচার শুরু হয়-** ২৫ মে, ১৯৭১ (কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে)।
- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র' করা হয়-** ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

চট্টগ্রামের কালুরঘাট → ২৬ মার্চ, ১৯৭১
আগরতলা (ত্রিপুরা) → ৩১ মার্চ, ১৯৭১
কলকাতা → ২৫ মে, ১৯৭১
বাংলাদেশ বেতার নামকরণ → ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ঢাকায় → ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুজিবনগর সরকার গঠন

মন্ত্রণালয়	নাম
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রী	এ এইচ এম কামারুজ্জামান

- মুজিবনগর সরকার বিলুপ্ত হয়- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ ।

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশাসন

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ তিন নেতৃবৃন্দঃ

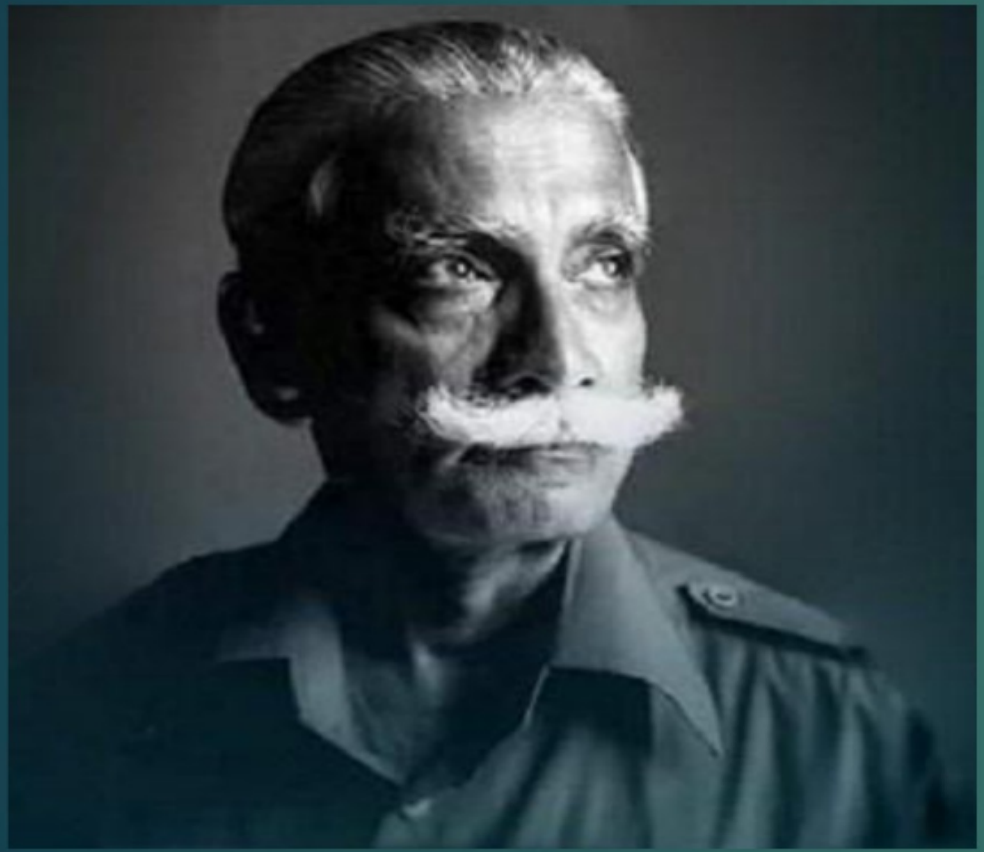

প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী

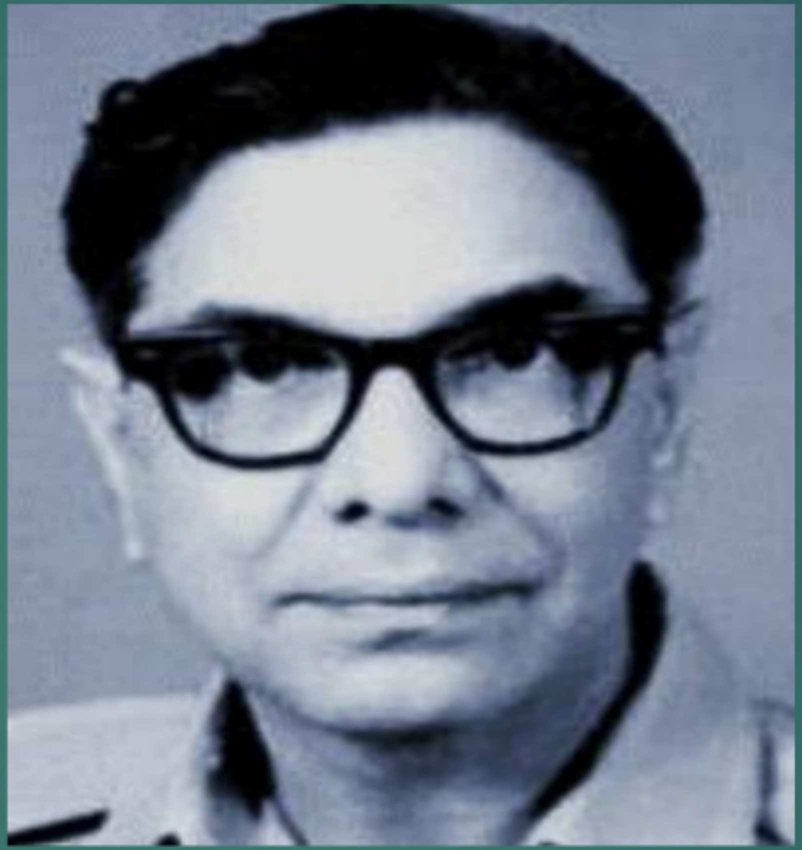

সেনাবাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ) ছিলেন কর্নেল (অব.) এম এ রব

বিমান বাহিনীর প্রধান এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ছিলেন এ কে খন্দকার

মুক্তিবাহিনীর ফোর্স

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩টি ব্রিগেড:

ফোর্সের নাম	অধিনায়ক	অন্তর্ভুক্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
জেড ফোর্স	লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান	১, ৩, ৮
এস ফোর্স	লে. কর্নেল কে. এম. শফিউল্লাহ	২, ১১
কে ফোর্স	লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ	৪, ৯, ১০

মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনী

নিয়মিত বাহিনী	**মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনী** ❖**মুক্তিফৌজ (MF) গঠন করা হয়-** ৪ এপ্রিল, ১৯৭১। ❖**মুক্তিফৌজ গঠনে নেতৃত্ব দেন-** কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী। ❖**মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়-** হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। ❖**মুক্তিফৌজ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়-** মুক্তিবাহিনী। ❖**মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী করা হয়-** ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে। ❖**১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় তার প্রণেতা-** মুক্তিবাহিনী। ❖**১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তেলিয়াপাড়ায় দ্বিতীয় বৈঠকে বিভক্ত করা হয়-** ৪টি সামরিক অঞ্চলে। ❖**১১ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণে সমগ্র দেশকে বিভক্ত করেন-** ৮টি সামরিক অঞ্চলে। ❖**১১-১৭ জুলাই, ১৯৭১ সেক্টর কমান্ডারদের প্রথম বৈঠক হয়-** কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে।
অনিয়মিত বাহিনী	**গণবাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা** অনিয়মিত বাহিনীকে সরকারিভাবে বলা হতো **'গণবাহিনী' বা 'মুক্তিযোদ্ধা' (Freedom Fighters-FF)**। সে সময় গ্রাম-গঞ্জের লোকজন এদেরকে **'গেরিলা বাহিনী'** বা **'গেরিলা'** বলে অভিহিত করতো। এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। এ বাহিনীকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সেক্টর

সেক্টর অধিনায়ক (মোট ১৬ জন)	সেক্টর	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল
মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর রফিকুল ইসলাম	১	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি
মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এ টি এম হায়দার	২	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর
মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান	৩	ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ
মেজর চিত্ত রঞ্জন (সি আর) দত্ত	৪	মৌলভীবাজার
মেজর মীর শওকত আলী	৫	সিলেট
উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার	৬	রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট
মেজর নাজমুল হক, মেজর কাজী নুরুজ্জামান	৭	রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, চাপাইগঞ্জ, জয়পুরহাট
মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম এ মঞ্জুর	৮	যশোর, খুলনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, মাগুরা
মেজর আবদুল জলিল	৯	বগগুনা, পটুয়াখালি
প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে (নৌ-সেক্টর) সমগ্র বাংলাদেশ। এ সেক্টর গঠিত হয়েছিল নৌ কমান্ডোদের নিয়ে।	১০	ভোলা
মেজর এম আবু তাহের, ফ্লাইট লে এম হামিদুল্লাহ	১১	টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা

শান্তি কমিটি

- গঠিত হয়- ৯ এপ্রিল, ১৯৭১।
- শান্তি কমিটির প্রথম নাম ছিল- ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি।
- গঠনে নেতৃত্ব দেয়- নুরুল আমিন, গোলাম আযম, খাজা খায়রুদ্দিন; তারা টিক্কা খানের সাথে দেখা করে মুক্তিবাহিনীদের দমন করার লক্ষ্যে সংগঠনটি গঠন করে।
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বিরোধিতা করে- শান্তি কমিটি।

রাজাকার

- গঠন করে- পূর্ব পাকিস্তানের জামায়েত ইসলামির নেতা- গোলাম আযম।
- সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়- খুলনার আনসার ক্যাম্পে।

আল-বদর

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটায়- আল-বদর বাহিনী (১৯৭১)।
- আলবদর রাজাকার বাহিনীর প্রধান ছিল- আব্দুল কাদের মোল্লা।
- গঠিত হয়- জামায়েত ইসলামী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে।

আল-সামস

- গঠিত হয়- পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী গঠিত আধা সামরিক মিলিশিয়া বাহিনী।
- নেতা- ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সাকা চৌধুরী।
- উদ্দেশ্য- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করা।

যৌথবাহিনী গঠন

- গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর, ১৯৭১।
- যার সমন্বয়ে গঠিত- বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্রবাহিনী।
- যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জগজিৎ সিং অরোরা।
- ভারতের আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জগজিৎ সিং অরোরা।
- বাংলাদেশের 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'- ২১ নভেম্বর।
- ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যায়- ১২ মার্চ, ১৯৭২।
- পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সে দিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

পেশা অনুযায়ী শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা...

- শিক্ষাবিদ-৯৯১ জন
- সাংবাদিক- ১৩ জন
- আইনজীবী-৪২ জন
- চিকিৎসক- ৪৯ জন
- সাহিত্যিক ও শিল্পী- ৯ জন
- প্রকৌশলী- ৫ জন
- অন্যান্য- ২ জন
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- ১৯ জন

আলোচিত শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ

নাম	বিশেষ তথ্য
গোবিন্দ চন্দ্র দেব	দার্শনিক ছিলেন। ঢাবির দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
মুনীর চৌধুরী	সাহিত্যিক ছিলেন। ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা	শিক্ষক ছিলেন। ঢাবির ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
শহীদুল্লা কায়সার	সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন।
সিরাজুল হক খান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।
আনোয়ার পাশা	শিক্ষক ছিলেন। ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
আলতাফ মাহমুদ	গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বহু গানের রচয়িতা।
মোফাজ্জল হায়দার	শিক্ষাবিদ ও লেখক ছিলেন।
ডা. আলীম চৌধুরী	চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন।
গিয়াসউদ্দীন আহমেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক।
ডা. ফজলে রাব্বি	চিকিৎসক; তাঁর নামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি হলের নামকরণ করা হয়।
সেলিনা পারভীন	মুক্তিযুদ্ধে নিহত একমাত্র নারী সাংবাদিক। তিনি 'সাপ্তাহিক বেগম', 'সাপ্তাহিক ললনা' ও 'শিলালিপি' পত্রিকায় কাজ করতেন।
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রাজনীতিবিদ ও ভাষা সৈনিক ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রস্তাবক।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ

- জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য যোগাযোগ করে- মার্কিন দূতাবাসে।
- পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেন- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে (বৃহস্পতিবার)।
- বাংলাদেশের বিজয় দিবস- ১৬ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস- ২৬ মার্চ।
- আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন- ২ জন।
- পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- জেনারেল নিয়াজী।
- যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন- লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা।
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- এ.কে খন্দকার।
- উপস্থিত ছিলেন না- আতাউল গণি ওসমানি (তিনি সেদিন সিলেট ছিলেন)।
- বাংলাদেশের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন- জ্যাকব, নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী
- পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন- নিয়াজী, রাও ফরমান ও জামশেদ।
- নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন- মোট ৯১, ৫৪৯ জন সৈন্য নিয়ে (বলা হয় প্রায় ৯৩ হাজার)।
- আত্মসমর্পণকারী প্রথম পাকিস্তানি- মেজর জেনারেল জামসেদ।
- মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র মহিলা কমান্ডর ছিলেন- আশালতা বৈদ্য (কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ)
- ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করেন- কাদেরিয়া বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত ৪ ধরনের খেতাব

মর্যাদার ক্রমানুসারে	খেতাবের নাম	৭৩ এর গেজেট	বর্তমানে
প্রথম	বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন	৭ জন
দ্বিতীয়	বীর উত্তম	৬৮ জন	৬৭ জন
তৃতীয়	বীর বিক্রম	১৭৫ জন	১৭৪ জন
চতুর্থ	বীর প্রতীক	৪২৬ জন	৪২৪ জন
বর্তমানে মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭২ জন			

❑ জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক- বীর উত্তম।

বীরশ্রেষ্ঠ-এর পরিচিতি

নাম	জন্ম	কর্মস্থল	সেক্টর	পদবি	মৃত্যু	সমাধি
মুন্সী আবদুর রউফ	১৯৪৩, ফরিদপুর	ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)	১	ল্যান্স নায়েক	৮ এপ্রিল, ১৯৭১	রাঙ্গামাটি (নানিয়ারচর)
মোস্তফা কামাল	১৯৪৭, ভোলা	সেনাবাহিনী	২	সিপাহি	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মতিউর রহমান	১৯৭১, ঢাকা	বিমানবাহিনী		ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	২০ আগস্ট, ১৯৭১	ঢাকা (২৪ জুন ২০০৬ সালে দেহাবশেষ করাচি থেকে ঢাকা আনা হয়)
নূর মোহাম্মদ শেখ	১৯৩৬, নড়াইল	ইপিআর	৮	ল্যান্স নায়েক	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	যশোর (গোয়ালহাটি গ্রাম)
হামিদুর রহমান	১৯৫৩, ঝিনাইদহ	সেনাবাহিনী	8	সিপাহি	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১	ঢাকা
মোহাম্মদ রুহুল আমিন	১৯৩৫, নোয়াখালী	নৌবাহিনী	২ ও ১০	ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার-১	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১	খুলনা
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	১৯৪৯, বরিশাল	সেনাবাহিনী	৭	ক্যাপ্টেন	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধে নারী-শিশু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

‘বীর প্রতীক’ খেতাব প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা	ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম (২নং সেক্টর), তারামন বিবি (১১নং সেক্টর)
খেতাববিহীন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা	কাঁকন বিবি (খায়িয়া), মুক্তিবেটি নামে খ্যাত
পাকসেনা কর্তৃক ধর্ষিত প্রায় ৩ লক্ষ নারী	বীরাঙ্গনা (রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত উপাধি)
২০১৬ সালে বীরাঙ্গনা উপাধি প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা	ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা	শহীদুল ইসলাম লালু (১১নং সেক্টর) ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ১৩ বছর।
বীরবিক্রম খেতবপ্রাপ্ত একমাত্র আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা	ইউ কে চিং মারমা (উক্যা চিং)। তিনি ইপিআর-এর সদস্য হিসেবে ৬নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ

স্মৃতিসৌধের নাম	সম্মিলত প্রয়াস
স্থপতি	মাইনুল হোসেন
ফলক সংখ্যা	৭টি
উচ্চতা	১৫০ ফুট (৪৫.৭২ মিটার)
নির্মাণ কাজ সমাপ্ত	১৯৮২
উদ্বোধন	১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভাস্কর্য/ স্মৃতিসৌধ

স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মেহেরপুর
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস	মিরপুর, ঢাকা
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	ঢাবি (কলা ভবন)
জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর চৌরাস্তা
চেতনা ৭১	মোবারক হোসেন নৃপাল	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
পতাকা ৭১	রুপম রায়	মুন্সিগঞ্জ
বিজয় ৭১	শ্যামল চৌধুরী	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
অঙ্গীকার	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	চাঁদপুর
প্রজন্ম	শামিয়া খানম শ্যামলী	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর